UNICORN
COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয় কার্টিজ রিফিল করা হয়।
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 43 ❑ 11 Jan., 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

শংকর গ্রেপ্তার হতেই ফাঁস হচ্ছে দুর্নীতির পর্দা

প্রতিনিধি ঃ রেশন দুর্নীতি মামলায় শুক্রবার গভীর রাতে গ্রেফতার করা হয় বনগাঁর প্রাক্তন চেয়ারম্যান শংকর আঢ্যকে। শুক্রবার সকাল সাতটা থেকে রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত শংকর বাবুর বনগাঁর শিমুলতলার বাড়িতে তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ চলে। রাত ১২ঃ১৫ মিনিট নাগাদ তাকে বাড়ি থেকে বের করে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করেন ইডির কর্তার। ওই সময় শংকর বাবুর অনুগামীরা বাধা দেয়। তা নিয়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে যায়। কলকাতা যাবার পথে শংকর বাবু বলেন 'ইডি যত ইচ্ছা তদন্ত করুক আমি নির্দোষ'। শংকর বাবুর স্ত্রী বনগাঁ পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জ্যোৎস্না আঢ্য বলেন, 'শুক্রবার সাড়ে সাতটায় ইডির অফিসাররা বাড়িতে আসেন। আমি দরজা খুলে দিই। সারাদিন তারা ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় জানতে চেয়েছিলেন। আমরা সহযোগিতা করেছি। রাত ১২ঃ১৫ মিনিট নাগাদ ইডির এক অফিসার কাগজ দেখিয়ে বলেন, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক শঙ্করের নাম বলেছেন। সে কারণে তাকে গ্রেফতার করা হল। গোটা ঘটনাটা সাজানো নাটক, পরিকল্পিত।'

এদিকে শংকর বাবু গ্রেপ্তার হতেই একাংশের মানুষ তাদের ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। ২০১০ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন বনগাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপ তৃণমূল নেতা। তার কথাই ছিল শেষ কথা। বিজেপির অভিযোগ ওই সময় তিনি একাধিক জমি বাড়ি সম্পত্তি জোর করে দখল করেছেন। জলাভূমি বুঝিয়ে বিল্ডিং করেছেন। তার সম্পত্তির পরিমাণ হু হু করে বেড়েছে এই সময়ে। অভিযোগ, বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ছত্র ছায়ায় থেকে তার এই বাড়বাড়ন্ত। শংকরের নামে বহু বেনামী সম্পত্তি রয়েছে। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, তাঁর বনগাঁয় একটি, বাগদায় একটি সোনার দোকান রয়েছে। রয়েছে একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। পরিবহন ব্যবসা, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবসা। শপিং মল, কফি শপ। একাধিক বাড়ি জমি রয়েছে।

বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মন্ডল, 'প্রকাশ্য সভা থেকে দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছিলেন, শংকর আঢ্যকে ইডি নিজেদের হেফাজতে নেবেই। সেই দাবি সত্যি হওয়ার পর এদিন দেবদাস বাবু নিজের বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন বনগাঁ মহকুমায় শঙ্করের প্রায় ২০০ কোটি টাকা সম্পত্তি রয়েছে। দেশ-বিদেশে তার প্রচুর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আছে। বিদেশে অফিস আছে। টাকা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কাছে পৌঁছাতো।

সম্পত্তি বাড়ার পাশাপাশি শংকর বাবুর বিরুদ্ধে একাধিক খুনের অভিযোগ উঠেছিল। পৌরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর টোটন মিত্রকে খুন করার অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় তিনি জেলও খেটেছিলেন। ২০১৪ সালে বনগাঁর কোড়ার বাগানে খুন হয়েছিলেন হিমাংশু বৈরাগী নামে এক যুবক। হিমাংশুর পরিবারের দাবি, ওই খুনের মাস্টারমাইন্ড ছিল শংকর আঢ্য। এই খুনের মামলা এখনো আদালতে বিচারাধীন। এছাড়া জাল টাকার মামলায় ডি আর আই এর হাতেও একবার গ্রেপ্তার হয়েছিল শংকর। শংকর বাবুর গ্রেপ্তারের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। এ বিষয়ে বনগাঁর পুরপ্রধান গোপাল শেঠ বলেন, ইভি কেন শঙ্করের বাড়িতে এসেছিল তা আমার জানা নেই। আইন আইনের পথে চলবে।

প্রতারিতদের লক্ষাধিক টাকা ফেরাল পুলিশ

প্রতিনিধি ঃ সাইবার প্রতারণার শিকার পাঁচ প্রতারিতকে টাকা ফেরাল বনগাঁ সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। রবিবার প্রতারিতদের হাতে চেক তুলে দেওয়া হয় পুলিশের তরফে।

একই সঙ্গে সতর্ক হওয়ার বার্তা দিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট ৩ লক্ষ ২৭ হাজার ৫৩০ টাকা ফেরত দেওয়া হয় বনগাঁ সাইবার থানার তরফে। কেউ ইউপিআইয়ের ও এ.ই.পি.এস এর মাধ্যমে টাকা দিতে গিয়ে হাজার হাজার টাকা খুইয়েছেন। কেউ আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় চাকরির বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পা দিয়ে প্রচুর টাকা হারিয়েছেন। সুজয় হালদার নামে এক ব্যক্তি বলেন, গত বছর সোশ্যাল মিডিয়ায় কম্পিউটার ট্রেনিং করে চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে আমার মা ফোন করেছিলেন। ৭,৫৩০ টাকা পাঠানো পর কোন যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। প্রতারিত হয়েছি বুঝে থানায় অভিযোগ জানানোর পর আজ টাকা ফেরত পেয়ে খুবই আনন্দ লাগছে। অন্যদিকে বনগাঁ থানার গাঁড়াপোতার বাসিন্দা সুমিত দাস ভুল করে জম্মু-কাশ্মীরের একটি একাউন্টে

তৃতীয় পাতায়...

সোনা পাচারে ব্যবহার করা হচ্ছে মহিলাদের, বনগাঁ সীমান্তে সোনা সহ গ্রেপ্তার পাঁচ মহিলা পাচারকারী

প্রতিনিধি ঃ সীমান্ত দিয়ে চোরাচালানে বিএসএফের নিয়মিত ধরপাকড়ে নতুন পন্থা ব্যবহার করছে পাচারকারীরা। বিএসএফের চোখে ধুলো দিতে পাচারে ব্যবহার করা হচ্ছে মহিলাদের। সোনা গলিয়ে চুড়ির আকারে হাতে পরে পাচার হচ্ছে সেই সোনা। রীতিমতো সোনার উপরে তামার পোলেপও ব্যবহার করছে পাচারকারীরা। এভাবেই পাচারে সময় ভারতের পাঁচ মহিলা পাচারকারীকে হাতেনাতে ধরল বিএসএফ। ভারত বাংলাদেশের পেট্রাপোল সীমান্তের ঘটনা। বিএসএফের ১৪৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ান সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই পাঁচ মহিলা পাচারকারী সোনার চুড়ি বানিয়ে তা পরিহিত অবস্থায় ভারতে ঢোকার সময় জওয়ানদের হাতে ধরা পড়ে যায়। ধৃতদের কাছ থেকে প্রায় ৩০০ গ্রাম সোনার চুড়ি উদ্ধার হয়, যার বাজার মূল্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। উদ্ধার হওয়া সোনা ও ধৃতদের পেট্রাপোল শুল্ক দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বিএসএফের তরফে।

সিএসসিটির স্বাস্থ্য মেলা ও রক্তদান শিবির

নীরেশ ভৌমিক ঃ গাইঘাটা ব্লকের অন্যতম সমাজ সেবি সংগঠন চাঁদপাড়া- সানাপাড়ার তপশিলী জাতি ও উপজাতি উন্নয়ন সংস্থার পরিচালনায় এক স্বাস্থ্যমেলা অনুষ্ঠিত হল গত ৬ ও ৭ জানুয়ারি। সংস্থা প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দু'দিন ব্যাপী আয়োজিত স্বাস্থ্য মেলার উদ্বোধন করেন গাইঘাটার নবাগত বিডিও নীলাদ্রি সরকার। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

চতুর্থ পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা
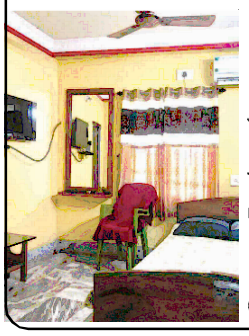
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

মাতৃভূমি পার্কের উদ্বোধনে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৭ জানুয়ারী সকালে ঠাকুরনগরের বড়া চৌমাথায় এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে নবনির্মিত মাতৃভূমি চিলড্রেন পার্কের উদ্বোধন করেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাকচি। উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব তপন দত্ত, ইছাপুর-২ অঞ্চলের উপ-প্রধান সহ বহু বিশিষ্টজন। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও সমাজকর্মী গোবিন্দ ঘটক সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। অপরাহ্নে বৃহত্তর ঠাকুরনগর এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে মানুষজন তাঁদের বাড়ির ছোটদের নিয়ে পার্কে আসেন। সকলের জন্য ছিল কফি পানের আপ্যায়ন। ছোট-বড় সকলে পার্কের ফুল-বাগান, সুইমিং পুল, কটেজ, নবনির্মিত মন্দির, সেলফি জোন ইত্যাদ দর্শনীয় জায়গাগুলি ঘুরে দেখেন। পার্কে বড়-বড় দুটি জিরাফ ও বাঘের মূর্তি এবং ভগবান বুদ্ধের ধ্যানরত মূর্তি পার্কে আগত সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করে। পার্কের মনোরম পরিবেশ, বিসাল জলাশয় এবং নৌকাটিও সকলের নজর কাড়ে। মেলায় দোলনা, স্লিপ সহ নানা খেলাধূলার স্থানে ছোটদের ভিড় ছিল যথেষ্ট। এদিন পার্কে আগত মানুষজনের মনোরঞ্জনের

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ৪৩ ❐ ১১ জানুয়ারী, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

পশ্চিমে ঢলে পরা বামেদের ভবিষ্যৎ কি?

স্বাধীনতা উত্তর যুগ থেকেই বামেদের উত্থান। আগে একটি দল সিপিআই ছিল পরে ভেঙে বহু দলে বিভক্ত হয়েছে তারা যদিও এসইউসি ছাড়া বাকি তথাকথিত কমিউনিস্টরা একত্রে বামফ্রন্ট গড়েছিল বা কোথাও এলডিএফ বা লেফট ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট। ২০১১ তে পশ্চিমবঙ্গ হাতছাড়া হয় তারও কয়েক বছর পরে হাতছাড়া হয় ত্রিপুরাও। এই বঙ্গে সিপিএম বিদায় নেওয়ার পরে এমন কোনও ভোটের ফল দেখা যায় নি যেখানে আদপে তাদের ফিরে আসার সম্ভবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে তারা চির রাজনৈতিক শত্রু কংগ্রেসের সঙ্গে কোথাও কোথাও হাত মিলিয়ে ভোট লড়েছে বটে কিন্তু সিপিএমের দিকে সুবিধা এসেছে এমন তথ্য নেই। কাজেই প্রশ্ন থেকে যায় বাম সূর্য কি পশ্চিম আকাশে চলে যাচ্ছে?

২০২১ এর বাংলার বিধানসভা ভোটে তারা শূন্যতে পৌঁছিয়েছে। দশা একই কংগ্রেসেরও কিন্তু কংগ্রেসের এ রাজ্য থেকে লোকসভায় দুই প্রতিনিধি রয়েছে যা সিপিএম বা বামেদের নেই। বিগত বিধানসভা নির্বাচনের পর ৫টি উপনির্বাচন হয়েছে এবং পৌরসভা পঞ্চায়েত ইত্যাদি নির্বাচন হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে উপনির্বাচনগুলিতে দক্ষিণবঙ্গে সিপিএম কিছু ভোট পেয়েছিলো, বিশেষ করে বালিগঞ্জ উপনির্বাচনে দ্বিতীয় স্থানে বেশ কিছু ভোট পেয়েছিলো। এরপর পৌরসভা নির্বাচনে মধ্য বাংলার একটি পৌরসভা দখলও করেছিল। পরে পঞ্চায়েত নির্বাচনে কিছু আসন পেয়েছিলো বটে কিন্তু তা বুক ফুলিয়ে বলার মতো জায়গায় নেই বরং সেই বিজেপি দ্বিতীয় স্থানেই রয়েছে।

আসলে তৃণমূল বিরোধী বা বলা ভালো মমতা বিরোধী ভোটাররা আর বামেদের উপর আস্থা না রেখে সবেগে বিজেপির দিকেই চলে গিয়েছে। সর্বত্রই পরাজয় এমনকি তাদের দখলে থাকা কেরালাতেও পরাজিত 'বন্ধু' কংগ্রেসের কাছে। রাজ্য কংগ্রেসের মধ্যে এই অবস্থান দেখে গুঞ্জন শুরু হয়েছে যে এই সিপিএমের সাথে জোট বেঁধে লড়লে আখেরে তাদের ক্ষতি কাজেই ধীরে ধীরে তৃণমূলের দিকে তারা অবস্থান বদলাতে চাইছে। তাহলে বামেদের কি হবে ? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মা গঙ্গাই জানেন। গঙ্গা প্রাপ্তির আগে পারবে কি বামেরা কিছু করতে, লক্ষ টাকার প্রশ্ন।

প্রয়াত লড়াকু কমিউনিষ্ট নেতা আকবর মণ্ডল

প্রতিনিধি ঃ ৮ জানুয়ারি, বিকেলে ৪:৩০ নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন গোবরডাঙার বর্ষীয়ান, লড়াকু কমিউনিষ্ট নেতা শ্রী আকবর মণ্ডল।

দীর্ঘদিন ট্যাক্সমাকোয় কর্মরত ছিলেন। অবসরের পরও আমৃত্যু সমান তালে সামলে চলেছিলেন পার্টির দায়িত্ব, প্রকাশ্য জনসভায়, জনদরদী কাজে, পথে ঘাটে মিছিলের অন্যতম মুখ শ্রী মণ্ডল। স্ত্রী প্রয়াত কমরেড আকিলা মণ্ডল ছিলেন তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী। নিজ গুণে কৃতি তিন সন্তান— শেখ রিজিয়া, রাবেয়া রহমান এবং নাট্যব্যক্তিত্ব মহঃ সেলিম।

তার সাহস, আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধতা কমরেডসুলভ আচরণ ওনাকে ব্যতিক্রমী করেছে। এখনো প্রতিদিন গোবরডাঙা স্টেশন চত্বরে তার বিচরণ ছিল তাঁর প্রিয় সাথীদের খোঁজ খবর নেবার কারণে।একজন প্রকৃত কমরেডের চলে যাওয়া আম মানুষকে নি:স্ব,রিক্ত করলো।

কমরেড আকবর মন্ডল - গোবরডাঙা সহ বৃহত্তর হাবরার কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক উজ্জ্বল নাম। এক দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান কমরেড মন্ডল ১৯৬৯ সালে পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। সাতের দশকের কালো দিনগুলিতে সিপিআইএম পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়।

ট্যাক্সমাকো কারখানার শ্রমিক হিসাবে শ্রমজীবী মানুষের আত্মীয় হয়ে ওঠেন তিনি। রেল হকারসহ গরীব মানুষের লড়াইয়ে সামনে থেকে লড়াই করা এই প্রবীণ নেতা শেষ দিন পর্যন্ত রাস্তায় ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে গরীব মানুষের লড়াই দুর্বল হল। বটবৃক্ষ উৎপাটিত হল।

এখানে ডিজিট্যাল সিগনেচার এর জন্য যোগাযোগ করুন
আশীর্বাদ ডিটিপি এণ্ড জেরক্স
কোর্ট রোড, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা ☎ ৯২৩২৬৩৩৮৯৯

ভ্রমণ

কানছা-দার দেশ নেপাল

অজয় মজুমদার

কানছা-দাকে ছোট থেকেই আমরা বড়দা হিসাবেই জানি। সব বাঙালী ভাইবোনের মধ্যে কানছা-দা নেপালী। কি করে হলো— সেটাই একটা গল্প। আমাদের বড় মামা পি ডব্লিউ ডি তে উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন। দার্জিলিং এ পোস্টিং ছিল। এরকম একটা সময়ে একটি বাস দুর্ঘটনায় বাসটি খাদে পড়ে যায়। বড় মামা ল্যান্ডরোভার গাড়িতে আসতেই পথের মধ্যে এই ঘটনাটি দেখেন। যাদের খাদ থেকে তোলার মতো ছিল, তাদের বড় মামার সঙ্গীরা তুলেছিল। খাদের কিনারে একটি গাছের বাঁকা কান্ডের মধ্যে একটি শিশুর কান্নার শব্দ ভেসে আসে। তাকে খুঁজে ওরা উদ্ধার করলেন। দু-তিন মাসের শিশু কোথায় নিয়ে যাবে। বড় মামা থানায় গিয়ে বললেন শিশুটি আমার কাছেই রইল। শিশুর বাবা-মা খোঁজ করলে আমার বাড়িতে পাঠাবেন। দীর্ঘদিন শিশুটির খোঁজ কেউ করেনি। ধীরে ধীরে সে বড় মামার বড় ছেলে হয়েই কলকাতার রাজারহাট গোপালপুরের বাসিন্দা হয়ে রইল। সেই হলো আমাদের কানছা-দা। বড়মামা কর্মরত অবস্থায় মারা যান। ডাইংহারনেস গ্রাউন্ডে কানছা-দা চাকুরী পায়। কানছা-দার জন্মস্থান নেপাল। কিন্তু বাঙালীর ঘরে মানুষ। সেই কানছাদার দেশ দেখার বাসনা অনেক দিনের। বেশ কয়েক বছর আগেও যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা হয়েছিল। পারিবারিক ট্যুর এন্ড ট্রাভেল সব যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। তার আগেই অর্থাৎ ২০১৫ একটা ভূমিকম্প হল। নেপালের কাঠমান্ডু ভেঙেচুরে চুরমার হয়ে গেল। যাওয়া বাতিল হল। ৫/৬ বছর পরে আবারো সে সুযোগ এলো। তাই হাতছাড়া না করে নারায়ণ সাহার দলেই নাম লেখালাম।

দলে অনেক ঘনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন সেজন্য আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। ৮ই ডিসেম্বর ২০২৩ মিথিলা এক্সপ্রেসে উঠলাম। পরের দিন সকাল সাড়ে নটায় পৌঁছালাম বিহারের জধীধঁষ। এখান থেকে ঘোড়ায় টানা টাঙ্গায় চড়ে আমরা নেপাল বর্ডার পার হয়ে বীরগঞ্জ পৌঁছালাম। বীরগঞ্জ হল নেপালের সীমান্ত শহর।

পাটনা ও কলকাতা থেকে সড়ক পথে এটি নেপালের প্রবেশপথ হিসাবে, বীরগঞ্জকে নেপালের প্রবেশদ্বার বলা হয়। নেপালের অর্থনীতিতে বীরগঞ্জ গুরুত্বপূর্ণ। ত্রিভুবন মহাসড়ক বীরগঞ্জকে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর সঙ্গে যুক্ত করেছে। বীরগঞ্জে একটি হোটেলে ঘন্টা দুয়েকের জন্য আমরা ছিলাম। ওখানেই আমাদের দুপুরের আহার তৈরি হলো। খাওয়া শেষ হলে আমরা আমাদের রিজার্ভ বাসে উঠে বসলাম। বীরগঞ্জে বেশিক্ষণ না থাকলেও এর অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। রানা রাজবংশের তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী বীর শমসের জঙ বাহাদুর রানা ১৮৯৭ সালে বীরগঞ্জ শহর প্রতিষ্ঠা করেন। এই শহরের পূর্বের নাম ছিল গাহাওয়া। বীরগঞ্জে দর্শনীয় স্থানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গঢ়ীমাই মন্দির, গাহাওয়া মাই মন্দির, ঘন্টাঘর, ঘুরিয়ারবা, পোখারী, নারায়নি রঙ্গশালা, পর্স বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ইত্যাদি। বীরগঞ্জে সরকারি ও বেসরকারি বেশ কিছু মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। একটি জাতীয় মেডিকেল কলেজ, নাম

বীরগঞ্জ জাতীয় মেডিকেল কলেজ। হিমাল স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট রয়েছে। বীরগঞ্জে বেশ কয়েকটি এফএম কমিউনিটি রেডিও স্টেশন রয়েছে। এখান থেকেই প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ পত্রের মধ্যে রয়েছে প্রতীক, লোকটাইমস ডেইলি, কৃপা, ভোজপুরি টাইম, জন আওয়াজ ইত্যাদি। নেপালে মোট ১৮ টি মেডিকেল স্কুল রয়েছে। যারা এম.বি.বি.এস ডিগ্রি দেয়। এই স্কুলগুলিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি নিয়ন্ত্রক বোর্ড রয়েছে। এখানকার বৈশিষ্ট্য হলো কোন মেডিকেল কলেজই কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেই বা তাদের নিজস্ব বোর্ড নেই। কাঠমান্ডুতে রয়েছে ন্যাশনাল একাডেমি অফ মেডিকেল সায়েন্স। যারা স্নাতকোত্তর রেসিডেন্সি এম.ডি,এম.এস ডিগ্রি প্রদান করে। এরা এম. বি. বি.এস ডিগ্রি প্রদান করে না।

৯ ডিসেম্বর ২০২৩ আমরা বীরগঞ্জ থেকে সোজা চিতুয়ান সংরক্ষিত অরণ্যে রওনা হলাম। বীরগঞ্জ থেকে চিতুয়ানের দূরত্ব ১৩৯ কিলোমিটার। গাড়িতে যেতে যেতে চোখে পড়লো অনেকগুলো সিমেন্ট ফ্যাক্টরী। যেমন— সিমেন্ট ত্রিশক্তি, ঋদ্ধি সিমেন্ট। দেখলাম দুটো স্টিল কোম্পানি, একটির নাম হেমা, অপরটি জগদম্বা। দেখলাম পরসা ন্যাশনাল ফরেস্ট্রি। এই ফরেস্ট দেখা সুযোগ আমাদের হয়নি। যেতে যেতে চোখে পড়ল নেপাল অয়েল কর্পোরেশন এন্ড ফুয়েল ডিপার্টমেন্ট। সিলাম টাওয়ারস, শ্রীরাম গ্যাস। দেখলাম চুনা পাথরের পাহাড়। রাস্তা খুবই খারাপ। মাঝে মাঝে ডাইভার্সন রোড। পুরো নেপালি রাস্তা তৈরি হচ্ছে। সুতরাং এখন একটু কষ্ট করে তো দেখতে হবেই। গালডু ব্রিজ পার হলাম। কিছুক্ষণ বাদে পড়ল সানসরা ব্রিজ। তারপর এলো একটি স্মল সিটি নল।

হালুদা। অ্যামলিকগঞ্জ ইনস্টিটিউট অফ ফরেস্ট্রি। যেতে যেতে পড়লো নারায়ণ রিভার। এই নদীটি নেপালে উল্লেখযোগ্য নদী। নারায়ণগঞ্জে বড় একটা চা কফির দোকানের সামনে আমরা দাঁড়ালাম। চা ও বিস্কুট খাওয়া হলো। আবার আমরা গাড়িতে উঠলাম। শীত বেশি পড়েছে, গাড়িতে একদম বোঝা যাচ্ছে না। এই রাস্তায় যেসব ছোট ছোট জনপদ পড়েছে তা হলো হেতনি বাস, সিংহলি। ফাঁকা জমিতে সর্ষে ফুলের হলুদ বিপ্লব দেখে মোহিত হতে হয়। এরপর পড়লো মনোহারিপুর জনপদের মনোহারি। বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমরা চিতোয়ান ফরেস্টে সাফারি ক্লাব প্রাইভেট লিমিটেড গেস্ট হাউসে পৌঁছলাম। এটি সুন্দর একটি গেস্ট হাউস। সুইমিংপুল ছিল। নানা রকমের ফুল ও ফলের গাছে চারিদিক মুখরিত হয়ে রয়েছে। ঘরগুলি তৈরির ক্ষেত্রে শৈল্পিক চিন্তার প্রকাশ দেখা গেল। সন্ধ্যায় আমরা থারু ডান্স দেখলাম। এই ডান্স দেখতে জন প্রতি ১৫০ টাকা টিকিটের মূল্য।

নৃত্য হল একটি পারফরমিং আর্ট ফরম, যা মানুষের চলাফেরা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে নির্বাচিত ক্রম নিয়ে গঠিত ও নেপালের লোকজন জাতিগত ধ্রুপদী থেকে আধুনিক নৃত্যসহ অসংখ্য শৈলীর নৃত্য রয়েছে।

জটিযতীন নৃত্য — এটি মৈথিলী এবং থারু সম্প্রদায়ের লোকগানের উপর ভিত্তি

চলবে...

২২ তম গাইঘাটা ব্লক পুষ্প ও কৃষি মেলা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৬ জানুয়ারি অপরাহ্নে এলেকার কৃষিজীবী মানুষজনের এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রা পতাকা, উত্তোলন ও মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলনের মধ্য দিয়ে ঠাকুরনগর খেলার মাঠে মহাসমারোহে শুরু হয় ২২ তম বর্ষের গাইঘাটা ব্লক পুষ্প, কৃষি ও শিল্প মেলা ২০২৪। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও বিধায়ক নারয়ন চন্দ্র গোস্বামী, ছিলেন বনগাঁর প্রাক্তন সাংসদ মমতা ঠাকুর, প্রাক্তন বিধায়ক সুরজিৎ কুমার বিশ্বাস, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি, সহ সভাপতি স্থানীয় শিমূলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নিভারানী ঘোষ, জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস ও শিপ্রা বিশ্বাস সমাজ কর্মী নরোত্তম বিশ্বাস, কার্তিক

প্রামানিক, জাতীয় শিক্ষক ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপম দে প্রমুখ। উদ্যোক্তরা সকল অতিথি বৃন্দকে পুষ্প স্তবক উত্তরীয় ও স্মারক উপহাকে বরণ করে নেন। স্বাগত ভাষণে মেলা কমিটির সভাপতি অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও সমাজ কর্মী গোবিন্দ চন্দ্র ঘটক উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আয়োজিত মেলার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। উদ্বোধক নারায়ণ গোস্বামী আয়োজিত মেলার সাফল্য কামনা করেন এবং একটি দেশাত্ববোধক গান গেয়ে শোনান। মেলায় ভারত সরকারের তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রকের আকর্ষনীয় স্টলটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রাক্তন বিধায়ক সুরজিৎ বিশ্বাস ও মেলা কমিটির সভাপতি গোবিন্দ ঘটক। মেলায় প্রতিদিন বিভিন্ন বিষয়ক আলোচনা সভা, নানা প্রতিযোগিতা ও সন্ধ্যা থেকে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বহু মানুষের সমাগম ঘটে। মেলার বিভিন্ন কৃষি সামগ্রী, ফুল ও ফল গাছের কলম, হস্ত শিল্পের স্টল ও প্রদর্শনী ছাড়াও রয়েছে মনোহারী সামগ্রী ও খাবারের স্টল। প্রতিদিন এলেকার মানুষজনের উপস্থিতিতে মেলা প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠছে।

সৃজন এর নৃত্যানুষ্ঠান

সঞ্জিত সাহা ঃ গত ২ জানুয়ারি সাড়ম্বরে শুরু হয় মছলন্দপুরের ঐতিহ্যবাহী বয়েজ ক্লাবের

বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসব। এদিন সন্ধ্যায় বহু বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে শুরু হয় ৫ দিন ব্যাপী আয়োজিত বার্ষিক উৎসবে। এদিন মছলন্দপুরের অন্যতম নৃত্য সংস্থা সৃজন এর নৃত্যশিল্পীগণ পরিবেশন করে মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান। সংস্থার ছোট বড় নৃত্যাশিল্পীগনের দর্শনীয় নৃত্যশৈলী সমবেত দর্শক মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। উৎসবের উদ্বোধনী দিনে নৃত্যশিক্ষিকা রনীতা ম্যাডামের নির্দেশনায় সৃজন এর নৃত্যানুষ্ঠান সমবেত সংস্কৃতিপ্রেমী সুধীজনের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে।

পার্কের উদ্বোধন

প্রথমপাতার পর...

জন্য ছিল পিউ দত্তের মিউজিক ও ম্যাজিসিয়ান বয় এবং যাদু প্রদর্শনী। ম্যাজিক শো এর অঙ্গনে বহু মানুষের উপস্থিতি চোখে পড়ে। এই পার্কে অচিরেই শুধু ঠাকুরনগর নয়, জেলার একটি অন্যতম দর্শনীয় স্থান হয়ে উঠবে বলে এদিন পার্কে আসা মানুষজনদের অনেকেই মন্তব্য করেন।

গোবরডাঙা বইমেলায় গ্রন্থ প্রকাশ ও কবি সম্মেলন

সঞ্জিত সাহা ঃ গত ২৬ ডিসেম্বর মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করে ২১ তম বর্ষের গোবরডাঙা গ্রন্থমেলার উদ্বোধন করে বঙ্কিম, আনন্দ ও সাহিত্য আকাদেমী প্রাপ্ত বিশিষ্ট সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী। ছিলেন গোবরডাঙা হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ড. হরেকৃষ্ণ মণ্ডল সহ বহু বিশিষ্টজন ৮দিন ব্যাপী আয়োজিত বইমেলায় কলকাতা ও জেলার বিভিন্ন বই এর স্টল ছাড়াও রেনেসাঁস বিজ্ঞান সংস্থা অঙ্গনের শ্রীশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন নামাঙ্কিত মঞ্চে আলোচনা সভা ছাড়াও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিহতা অনুষ্ঠিত হয়।

৩১ ডিসেম্বর বই মেলার ৬ষ্ঠ দিনের মধ্যাহ্নে আয়োজিত সাহিত্য সাস্কৃতিক দিবসে অনুষ্ঠিত হয় কবি সম্মেলন ছিল স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর। এদিন মধ্যাহ্নে

অনুষ্ঠিত সাহিত্য বামরে প্রধান অতিথি হিসেব উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক এবং রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষা অধিকর্তা দিব্য গোপাল ঘটক। মঞ্চে অন্যান্য বিশিষ্ট কবিগনের মধ্যে ছিলেন বর্ষিয়ান কবি গোবিন্দ পান্ডি লাল মোহন বিশ্বাস, দীপক কুমার দাঁ, পাঁচু গোপাল হাজরা ও প্রবীন সাহিত্যিক ঋতুপনা বিশ্বস প্রমুখ। এদিন মেলা কমিটির অন্যতম সদস্য বিশিষ্ট কবিও সাহিত্যিক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় প্রনীত গবেষনামূলক গ্রন্থ 'গোষ্ট বিহার মেলা ও গোবরডাঙার ঐতিহাসিক স্থান পরিচিতি' শীর্ষক গ্রন্থটির অনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন বিশিষ্ট কবি ও শিক্ষাব্রতী দিব্য গোপাল ঘটক। বিশিষ্ট কবি স্বপন কুমার বালা ও বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কবিগণ স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশ নেন। নানা অনুষ্ঠান ও বহু পুস্তক প্রেমী মানুষজনের উপস্থিতিতে এবারের বই মেলা সার্থকতা লাভ করে।

ইমন মাইম সেন্টারের নতুন প্রযোজনা "হিংসুটে দৈত্য"

প্রতিনিধি ঃ গত ১১ডিসেম্বর ২০২৩ মছলন্দপুর এর মিলনী আয়োজিত লোক উৎসবে মছলন্দপুর ইমন মাইম সেন্টার মঞ্চস্থ করল ইমনের শিশু-কিশোর বিভাগের ৪০ জন ছোট্ট বন্ধুদের নিয়ে নির্মিত নতুন প্রযোজনা "হিংসুটে দৈত্য"। অস্কার ওয়াইল্ড এর চির নতুন গল্পটি ভাস্কর বসুর বাংলা রচনা ও সুধীন দাশগুপ্তের সঙ্গীত পরিচালনায় অনবদ্য সৃষ্টি নিয়েই ইমনের এই প্রযোজনা।

প্রযোজনার আবহ সম্পাদনা করেছেন জয়ন্ত সাহা, আলোর খেলায় দর্শকদের মন মাতিয়েছেন ধনপতি মন্ডল, মঞ্চ সামগ্রী ও সহযোগিতায় ছিলেন অনুপ মল্লিক, শ্রেয়া দাস ও শ্রায়ন্তনী দেবনাথ। ছোট্ট বন্ধুদের আনন্দ ও মজা মাখা এই প্রযোজনার নির্দেশনা দিয়েছেন ইমনের বন্ধু সৃজা হাওলাদার এবং সামগ্রিক তত্ত্বাবধান করেছেন ধীরাজ হাওলাদার।

দর্শকরা সম্পূর্ণ প্রযোজনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং ছোট্ট বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানান।

টাকা ফেরাল পুলিশ

প্রথমপাতার পর...

৫০ হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন। যাকে টাকা পাঠিয়েছিলেন সেই ব্যক্তি টাকা ফেরত দিচ্ছিল না। এরপর তিনি সাইবার থানায় অভিযোগ জানালে টাকা উদ্ধার করে তার হাতে তুলে দিল পুলিশ। খোয়া যাওয়া টাকা ফিরে পেয়ে পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছে প্রতারিতরা।

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য
যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

মন ভরানো হাসির শর্ট ফিল্মস্, ওয়েব সিরিজ দেখার জন্য স্ক্যান করুন আমাদের এই কোডে অথবা ইউটিউবে সার্চ করুন
www.youtube.com/@monalisafilms5673
বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন— ৯৭৩৩০৮৭৬২৬
মোনালিসা ফিল্মস্ বনগাঁ

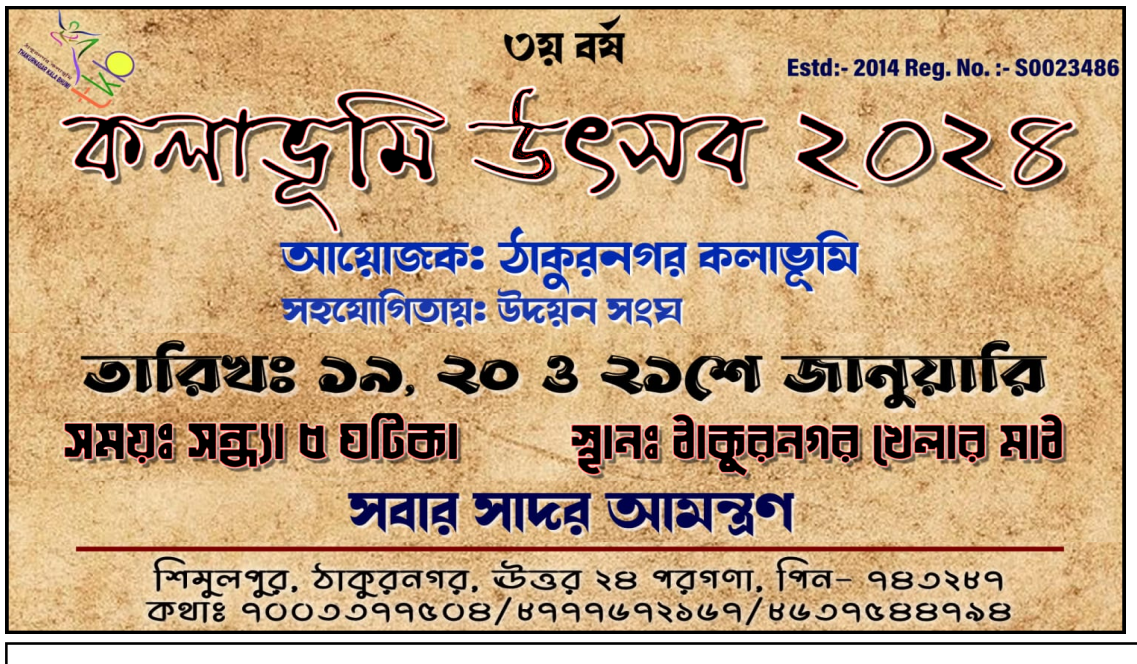

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ৩০ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত কাঠের ফার্ণিচারের জন্য Mob. : 9733087626
মোনালিসা ফার্ণিচার

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৮ ডিসেম্বর জাতীয় কংগ্রেসের ১৩৯ তম প্রতিষ্ঠি দিবস সমারোহে উদ্‌যাপিত হয় গাইঘাটায়। এদিন গাইঘাটার প্রাণকেন্দ্র চাঁদপাড়া বাজারের ষ্টেশন পার্শ্বস্থ জাতীয় কংগ্রেস কার্যালয়ে দলীয় নেতাকর্মী ও সমর্থকগণ সাড়ম্বরে দিনটি পালন করেন। সকালেই দলীয় ভবন অঙ্গনে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সদস্য শান্তিময় চক্রবর্তীর নেতৃত্বে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও দলের জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতিকৃতিতে ফুল মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান হয়। অন্যদিকে চাঁদপাড়া বাজারে ব্লক কমিটির সভাপতি পার্থপ্রতিম রায়ের উদ্যোগে পতাকা উত্তোলন এবং অপরাহ্নে বাসস্টান্ডে জাতীয় সড়ক সংলগ্ন প্রাঙ্গনে দলের পক্ষ থেকে

একটি পথসভার আয়োজন করা হয়। বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী হ্যাপি রায়ের কণ্ঠে উদ্বোধনী সংগীতের পর বর্ষিয়ান কংগ্রেস নেতা পিসিসি সদস্য অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক অমলেন্দু রায় কেক্ কেটে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস তথা জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। সভায় বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে দেশকে স্বাধীন করার ব্রত নিয়ে ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর দলের প্রতিষ্ঠা এবং তারপর বিদেশী ইংরেজদের হটিয়ে দেশের স্বাধীনতা লাভ, অতঃপর দেশ ও জাতি গঠনে কংগ্রেস দল ও নেতাদের ভূমিকা তুলে ধরেন এবং সেই সঙ্গে বর্তমান সময়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে কংগ্রেস দলের হাত শক্ত করার আহ্বান জানান।

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

HALL MARK

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

১। আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্‌ট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website : www.newpcjewellers.com
২১। e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
বাটার মোড়, বনগাঁ	বাটার মোড়, বনগাঁ	মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)	(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)	বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৪। **চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন 8967028106 নম্বরে।**
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

অশনি নাট্যম এর নাট্যোৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৬ ও ৭ জানুয়ারী গড়িয়ার অশনি নাট্যম তাদের ৫০তম বর্ষে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা নাট্যোৎসবের আয়োজন করে চাঁদপাড়া বিএম পল্লীর স্নেহলতা স্মৃতি মঞ্চে। চাঁদপাড়া এ্যাক্টো সংস্থার ব্যবস্থাপনায় দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত নাট্য উৎসবের সূচনায় সংস্কৃতিপ্রেমী প্রয়াত স্নেহলতা চক্রবর্তী ও অকাল প্রয়াতা বিশিষ্ট নাট্যাভিনেত্রী দীপা ব্রহ্মের প্রকৃতিতে ফুল-মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন সকলে।

বনগাঁর অন্যতম সমাজসেবি সংগঠন নেতাজী উনাই সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শিক্ষক বাসুদেব পাল, বিশিষ্ট যাত্রা শিল্পী প্রণব লোধ এবং জেলার প্রাচীন নাট্যদল গোবরডাঙ্গা রূপান্তর এর অন্যতম পরিচালক প্রতাপ সেন-এর হাতে পুষ্প স্তবক, উত্তরীয়, মানপত্র ও স্মারক উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে আয়োজিত নাট্যোৎসবের সাফল্য কামনা করেন অশনি নাট্যমের প্রাণপুরুষ প্রদীপ সেনগুপ্ত।

দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত নাট্যোৎসবে মোট ৬খানি নাটক মঞ্চস্থ হয়, প্রথম দিন নিমতার ভাবনা নাট্যদল মঞ্চস্থ করে তাঁদের মঞ্চসফল নাটক স্বীকারোক্তি, নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার অন্যতম নাট্যদল নকসা মঞ্চস্থ করে মজার নাটক 'হুলো'। আয়োজক অশনি নাট্যম মঞ্চস্থ করে সকলের ভালো লাগার নাটক কলমওয়ালা। দ্বিতীয়দিন শুরুতেই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে সোদপুর পানিহাটির সায়ুদ মঞ্চস্থ করে সমকালীন নাটক টারগেট। প্রবীণ অভিনেতা অভিনেত্রীগণের অভিনয়ে সমৃদ্ধ নাটকটি সমবেত দর্শক সাধারণের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। দ্বিতীয় নাটক গোবরডাঙ্গা স্বপ্নচর প্রযোজিত বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব মহঃ সেলিমের নির্দেশনায় কবিগুরুর কবিতা অবলম্বনে। 'এলারামের ঘড়ি' নাটকটি উপস্থিত সকলের ভালো লাগে। উৎসবের শেষ নাটক তেভাগা আন্দোলনের ৭৫ বৎসর উপলক্ষে চাঁদপাড়া এ্যাক্টোর সার্থক প্রযোজনা পাকে বিপাকে নাটকটি দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে।

বাণী বিদ্যাবীথির ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৯ জানুয়ারী সকালে জাতীয় ও বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন, শ্বেত কপোত ওড়ানো, মশাল প্রোজ্জ্বলন ও প্রতিযোগী শিক্ষার্থীগনের মাঠ প্রদক্ষিনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথি উচ্চ বিদ্যালয়ের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৪। বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি শক্তিপদ বিশ্বাসের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, কমিটির সদস্য কুমারেশ সাহা, সুপ্রিয় বিশ্বাস, পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাস, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও সমাজকর্মী শ্যামল বিশ্বাস, শিক্ষানুরাগী পলাশ বিশ্বাস প্রমুখ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম সকলকে স্বাগত জানান। বিদ্যালয়ের পড়ুয়াগন সকল বিশিষ্টজনদের বরণ করে নেন। স্বাগত ভাষনে প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম উপস্থিত সকলকে খেলাধুলা ও শরীরচর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন এবং আয়োজিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সাফল্য কামনা করেন। অনুষ্ঠানের শেষলগ্নে আসেন উদ্বোধক গাইঘাটার নবাগত বিডিও নীলাদ্রি সরকার। তিনিও খেলাধুলা ও শরীরচর্চার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। ছাত্র-ছাত্রীদের শপথ বাক্য পাঠের পর বিডিও বাঁশি বাজিয়ে ছোটদের ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতার সূচনা করেন। বিদ্যালয়ের প্রসেনজিৎ দত্ত ও সুশান্ত বিশ্বাস জানান, ৫৪টি ইভেন্টে প্রতিযোগী পড়ুয়াগন অংশগ্রহন করেছে। সকলের জন্য 'যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতা' বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে ছিলেন মহকুমা শাসক উর্মি দে বিশ্বাস। উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা সফল প্রতিযোগীগনের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান হয়। বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীগনের আন্তরিক প্রয়াসে বিদ্যালয়ের ৭৪ তম বর্ষের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সাফল্য লাভ করে।

স্বাস্থ্য মেলা ও রক্তদান শিবির

প্রথমপাতার পর...

ইলা বাক্‌চি ও সহ-সভাপতি গোবিন্দ দাস প্রমুখ বিশিষ্টজন।

এলেকার সাধারণ মানুষের সেবায় এ ধরনের মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য মেলায় বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ আগত রোগীগণের স্বাস্থ্য মেলায় বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ আগত রোগীগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। ছিল রক্ত পরীক্ষা, আকু পাংচার থেরাপি, ক্যানসার, ডায়েট বিষয়ক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য বিষয়ক তাৎক্ষণিক আলোচনা সভা। এদিন ছিল বেস্ট লোকাল ও বেস্ট ভোকাল প্রতিযোগিতা। রাতে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

প্রথমদিন ফাউণ্ডেশনের কর্ণধার ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী গৌরব আনন্দ পরিবেশের উপর মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। দ্বিতীয়দিন মুম্বাই থেকে গবেষক ও আগত ভারতবর্ষের একমাত্র জেনেটিক গবেষক ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ পদ্মশ্রী মনোনীত চিকিৎসক ডাঃ রবি ভায়রাগাদি মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। এদিনের আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ৩৩জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ১২ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত স্টীল ফার্ণিচারের জন্য যোগাযোগ করুন— Mob. : 9733087626

টাইগার স্টীল ফার্ণিচার

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**